ভারতে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার
(Right to Freedom of Religion in India)

ভারতীয় উপমহাদেশের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। বহু ধর্ম, বহু ভাষা, বহু সংস্কৃতির মিলন ক্ষেত্র হল এই পবিত্র ভারতভূমি। এই পবিত্র পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে যুগ যুগ ধরে হিন্দু, ইসলাম, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীর মানুষ একত্রিতভাবে বসবাস করছেন। ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসনকে সুনিশ্চিত করার অভিপ্রায়ে বিভাজন ও শাসন (Divide and Rule) নীতি ব্যবহার করে হিন্দু ও মুসলমান এই দুটি সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে বিদ্বেষের বীজ বপন করেন, আর এরই ফলশ্রুতি স্বরূপ 1947 সালে 14 আগস্ট ভারতবর্ষ বিভাজিত হয় এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র আত্মপ্রকাশ করে।

গণপরিষদে আলোচনার সূত্রে ভারতের সংবিধান প্রণেতাগণ ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। অনন্তশায়নম আয়েঙ্গার (Ananthsayanam Ayyangar) এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, 'We are pledged to make the state a secular one.' তবে জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতি ছাড়া ধর্মনিরপেক্ষ ভারত নির্মাণ সম্ভব নয়, তাই ভারতের সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে (Part-III) 25 থেকে 28 নং ধারায় ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।

25 ধারা : ব্যক্তির ধর্মে স্বাধীনতা (Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion) :

ভারতীয় সংবিধানের 25 নং ধারা অনুসারে সকল ব্যক্তি সমানভাবে বিবেকের স্বাধীনতা অনুসারে ধর্মবিশ্বাস, ধর্মাচরণ এবং ধর্ম প্রচারের স্বাধীনতা ভোগ করবে, ব্যক্তি তার বিবেক অনুসারে ধর্মমত অবলম্বন করার অধিকার ছাড়াও ধর্মীয় অনুশাসন অনুসারে বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান পালন করার এবং ধর্মীয় মতামত প্রচার করার অধিকার ভোগ করবে।

তবে এই অধিকারটি নিরঙ্কুশ বা অবাধ নয়, জনস্বাস্থ্য, জাতীয় শান্তি রক্ষার স্বার্থে রাষ্ট্র এই অধিকারটির উপর বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে। তাছাড়া রাষ্ট্র ধর্মাচরণের সাথে জড়িত অর্থনৈতিক, বৈষয়িক, রাজনৈতিক বা ধর্মনিরপেক্ষ সম্পর্কিত কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে [25(2)(a)], আবার সামাজিক কল্যাণ, সামাজিক সংস্কার সাধন বা জনপ্রকৃতিবিশিষ্ট হিন্দু ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলিতে সকল শ্রেণীর হিন্দুদের প্রবেশাধিকারের জন্য রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করতে পারে [25(2)(b)]।

26 ধারা : ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অধিকার (Freedom to manage religious affairs) :

ভারতীয় সংবিধানের 26 নং ধারা অনুসারে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়কে কতগুলি অধিকার প্রদান করা হয়েছে।

i) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী ধর্মাচরণের উদ্দেশ্যে সংস্থা স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে।

ii) ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলি ধর্মীয় বিষয়ে নিজ নিজ কার্যাবলী পরিচালনা করতে পারবে।

iii) ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলি স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন করতে ও মালিক হতে পারবে।

iv) ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলি আইন অনুসারে ঐ সম্পত্তি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

তবে জনশৃঙ্খলা, জনস্বাস্থ্যের বিষয় বিবেচনা করে রাষ্ট্র উপরিউক্ত অধিকারগুলির উপর বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে।

27 নং ধারা : বিশেষ ধর্মের উন্নয়ে কর আরোপে নিষেধ (Freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion) :

ভারতীয় সংবিধানের 27 নং ধারা অনুযায়ী বিশেষ ধর্ম বা ধর্মসম্প্রদায়ের প্রসার বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায় বা ব্যক্তিকে কর দিতে বাধ্য করা যাবে না।

28 নং ধারা : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা (Freedom as to attendence at religious instruction or religious worship in certain educational institutions) :

ভারতীয় সংবিধানের 28 নং ধারায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা সম্পর্কে কিছু বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

i) সরকারি অর্থে পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা প্রদান করা যাবে না।

ii) সরকার কর্তৃক স্বীকৃত এবং আংশিক আর্থিক সহযোগিতা প্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা নিষিদ্ধ হয়নি, তবে প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে নিজের এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে অভিভাবকের সম্মতি প্রয়োজন।

iii) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা দান নিষিদ্ধ নয়।

উপসংহার :

পরিশেষে বলা যায়, ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে (Part - III) 25 থেকে 28 নং ধারায় ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার প্রদানের মাধ্যমে বহুধর্ম সমন্বিত ভারতবর্ষকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে, তবে এই প্রয়াস কতটা সফল ও সার্থক হয়ে উঠেছে তা বিতর্কিত প্রশ্নের সম্মুখীন।

— o —